এসএসসি পরীক্ষার ফল

# কমেছে পাসের হার ও জিপিএ-৫

**সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট** : শুক্রবার, ২৮ জুলাই ২০২৩

এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়ে আনন্দে মেতে উঠে উত্তীর্ণ ভিকারুননেসা স্কুলের শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এক বছরে গড় পাসের হার সাত শতাংশ কমেছে। এ সময়ে পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্কোর জিপিএ-৫ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) কমেছে ৮৬ হাজারের বেশি। তবে জিপিএ-৫ এবং পাসের হারে এবারও এগিয়ে রয়েছে ছাত্রীরা।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ বছর পাস করেছে ৮০ দশমিক ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। গত বছর এ পরীক্ষায় গড় পাসের হার ছিল ৮৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ। এ হিসেবে এক বছরে পাসের হার ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ কমেছে।

আর এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে এক লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৮ জন। ২০২২ সালে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দুই লাখ ৬৯ হাজার ৬০২ জন। এ হিসেবে এক বছরে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৬ হাজার ২৪ জন কমেছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) সকাল ১১টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। এর আগে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে নিয়ে সকাল ৯টায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হস্তান্তর করেন।

পাসের হার কমার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘গত বছর বা তার আগের বছর, আপনি যদি মাত্র তিনটি বিষয়ে বা চারটি বিষয়ে পরীক্ষা দেন; আর আপনি এখন দশটি বিষয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন, পুরো ১০০ নম্বরে সব পরীক্ষা দিচ্ছেন। আর সেবার অনেক কম নম্বরে পরীক্ষা দিয়েছেন, কম বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন, খুব স্বাভাবিকভাবে সেখানে পাসের হার অনেক বেশি ছিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখনকার যে পাসের হার, সেটা কোভিডের পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের যে পাসের হার ছিল, স্বাভাবিক সময়ে, তার সঙ্গে খুব সঙ্গতিপূর্ণ।’

গত বছর সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচিতে সময় কমিয়ে দুই ঘণ্টায় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। এবার সংশোধিত ও পূনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে পূর্ণ নম্বর ও পূর্ণ সময়ে পরীক্ষা নেয়া হয়।

জিপিএ-৫ ও পাসের হারে

এগিয়ে মেয়েরা

মাধ্যমিক ও সমমানের চূড়ান্ত পরীক্ষায় এ বছর ১১টি শিক্ষা বোর্ডে ২০ লাখ ৪১ হাজার ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে ১৬ লাখ ৪১ হাজার ১৪০ জন পাস করেছে।

এর মধ্যে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে ৮০ দশমিক ৯৪ শতাংশ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ৮৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

বরাবরের মতো এবারও জিপিএ-৫ এবং পাসের হারে এগিয়ে আছে মেয়েরা। এবার ছাত্রদের পাসের হার যেখানে ৭৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ; সেখানে ছাত্রীদের পাসের হার ৮১ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবার দশ লাখ ৯ হাজার ৮০৩ জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে সাত লাখ ৯৬ হাজার ৪০৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

আর এবার দশ লাখ ৩১ হাজার ৬৪৭ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে আট লাখ ৪৪ হাজার ৭৩৬ জন পাস করেছে।

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবার পূর্ণাঙ্গ জিপিএ-৫ পাওয়া মোট এক লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮ হাজার ৬১৪ জন ছাত্রী এবং ৮৪ হাজার ৯৬৪ জন ছাত্র।

বোর্ড ভিত্তিক ফলাফল

এবার গড় পাসের হারে শীর্ষে রয়েছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডের গড় পাসের ৯০ দশমিক ১৮ শতাংশ। আর গড় পাসের হারে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষায় এবার গড়ে ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। আর এবার সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা। এ বোর্ড থেকে এবার ৪৬ হাজার তিন শতাধিক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে চার লাখ ১৬ হাজার ৪২৬ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে তিন লাখ ২২ হাজার ৯৩২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এ হিসেবে গড় পাসের ৭৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ০৩ শতাংশ। এ বছর ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ৪৬ হাজার ৩০৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

রাজশাহী বোর্ড থেকে এ বছর দুই লাখ তিন হাজার ৬২৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে এক লাখ ৭৮ হাজার ৯৫৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। গড় পাসের হার ৮৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। আর এবার রাজশাহীতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬ হাজার ৮৭৭ জন।

কুমিল্লা বোর্ডে এবার এক লাখ ৮২ হাজার ৬৩৫ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে এক লাখ ৪৩ হাজার ২১৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ গড় পাসের হার ৭৮ দশমিক ৪২ শতাংশ। গত বছর কুমিল্লায় পাসের ছিল ৯১ দশমিক ২৮ শতাংশ। এবার কুমিল্লা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ৬২৩ জন।

যশোর শিক্ষা বোর্ডে এবার এক লাখ ৫৫ হাজার ৭৫৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে এক লাখ ৩৪ হাজার ২১৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এ হিসেবে গড় পাসের হার ৮৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। গত বছর যশোর বোর্ডে পাসের ছিল ৯৫ দশমিক ১৭ শতাংশ। এবার যশোরে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ হাজার ৬১৭ জন।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় এক লাখ ৫৩ হাজার ৩৮৩ জন অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে এক লাখ ২০ হাজার ৮৬ জন পাস করেছে। এ হিসেবে পাসের হার ৭৮ দশমিক ২৯ শতাংশ; যা গত

বছর ছিল ৮৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ। এবার চট্টগ্রামে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ৪৫০ জন।

বরিশাল বোর্ডে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৯০ হাজার ১৯৬ জন। এর মধ্যে ৮১ হাজার ৩৩৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এ হিসেবে পাসের হার ৯০ দশমিক ১৮ শতাংশ; গত বছর যা ছিল ৮৯ দশমিক ৬১ শতাংশ। এবার বরিশালে জিপিএ-৫ পেয়েছে চয় হাজার ৩১১ জন।

সিলেট শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ ৯ হাজার ৫৩২ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৮৩ হাজার ৩০৬ জন পাস করেছে। এ হিসেবে পাসের হার ৭৬ দশমিক ০৬ শতাংশ; যা গত বছর ছিল ৭৮ দশমিক ৮২ শতাংশ। আর এ বছর সিলেট বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচ হাজার ৪৫২ জন শিক্ষার্থী।

দিনাজপুরে বোর্ডে এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল এক লাখ ৯৯ হাজার ৪৯১ জন। তাদের মধ্যে এক লাখ ৫৩ হাজার ৩৪৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ গড় পাসের হার ৭৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ; যা গত বছর ছিল ৮১ দশমিক ১৬ শতাংশ। এ বছর দিনাজপুর বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭ হাজার ৪১০ জন।

ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এক লাখ ২২ হাজার ৮৭২ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে এক লাখ পাঁচ হাজার ৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ; গত বছর যা ছিল ৮৯ দশমিক ০২ শতাংশ। এবার ময়মনসিংহ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ হাজার ১৭৭ জন।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে দাখিল পরীক্ষায় এবার মোট দুই লাখ ৮৫ হাজার ৮৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে দুই লাখ ১২ হাজার ৯৬৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এ হিসেবে পাসের হার ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ,

যা গত বছর ছিল ৮২ দশমিক ২২ শতাংশ। দাখিলে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ছয় হাজার ২১৩ জন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় এক লাখ ২২ হাজার ৪৪৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে এক লাখ পাঁচ হাজার ৭৩০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। গড় পাসের হার ৮৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ। কারিগরিতে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮ হাজার ১৪৫ জন।

বিদেশ কেন্দ্র :

বিদেশের আটটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মোট ৩৭৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩২০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

যেভাবে ফল জানা যাচ্ছে :

শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানতে পারছে।

www.educationboardresults.gov.bd ওয়েব সাইট থেকে রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে রেজাল্ট শিট ডাউনলোড করা যাচ্ছে।

আর মোবাইল ফোনে ফল জানতে এসএসসির বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর টাইপ করে রোল ও পাসের বছর দিয়ে ১৬২২২ নম্বরে পাঠালে ফল পাওয়া যাবে। উদাহরণ: SSC Dha 123456 2023 Send to 16222.

দাখিলের ক্ষেত্রে বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষরের জায়গায় গধফ ও কারিগরির ক্ষেত্রে ঞবপ টাইপ করতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অনলাইনের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করার জন্য www.educationboardresults.gov.bd-থেকে রেজাল্ট কর্নারে ক্লিক করে বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএনের মাধ্যমে ডাউনলোড করার পরামর্শ দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব কামাল হোসেন এবং আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।